



সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে  
অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ  
মাননীয় উপাচার্য, বিএসএমএমইউ

# বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়-এর মাসিক নিউজলেটের

মাসিক নিউজলেটের



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিক মুখপত্র

## মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর সাক্ষাৎ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম অবহিতকরণ গবেষণা কার্যক্রম আরো বৃদ্ধির নির্দেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে আজ বুধবার ২ মার্চ ২০২২ইং তারিখে গণভবনে সাক্ষাৎ করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। এসময় মাননীয় উপাচার্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের সর্বশেষ অগ্রগতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, কার্যক্রম, মুজিব শতবর্ষ পিতার জন্মদিনে বিশেষ পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন প্রধানমন্ত্রীর অবহিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মনোযোগসহকারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো জোরদার করার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব মেডিক্যাল স্পেশালাইজড হলে রোগীদের যাতে বিদেশে যেতে না হয় সেজন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়ারও নির্দেশ দেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাসেবার পরিধি বিস্তৃত করতে আরো জায়গা বরাদ্দ দেওয়া যায় কিনা সে বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনায় রয়েছে বলে জানান। কোভিডকালীন এই মহামারীর সময়ে সরাসরি সাক্ষাৎ প্রদান করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।



## বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেসিডেন্সি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের ইনডাকশন প্রোগ্রাম (আবেশন) অনুষ্ঠান ২০২২ অনুষ্ঠিত

আজ মঙ্গলবার ১ মার্চ ২০২২ইং তারিখ সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) এর রক্তের অডিটোরিয়ামে সমগ্র দেশের মেডিক্যাল শিক্ষার উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের অভিজ্ঞতা মার্চ ২০২২ সেশনে ভর্তিকৃত রেসিডেন্সি প্রোগ্রামের (Residency programme) শিক্ষার্থীদের ইনডাকশন (Induction) (আবেশন অনুষ্ঠান) প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এ অনুষ্ঠানে সারা দেশের বিভিন্ন মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনুষদের বিদেশী ছাত্রছাত্রীসহ মেডিক্যাল শিক্ষার্থীগণ, সম্মানিত ডীনবৃন্দ, কোর্স ডাইরেক্টরগণ, (বিএসএমএমইউ) এর অধিভুক্ত কলেজের প্রধানগণ, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান ও শিক্ষকবৃন্দ ইনডাকশন প্রোগ্রামে স্বাগত্ববিধি মেনে অংশ নেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২৭ জন বিদেশী শিক্ষার্থীসহ সার্জারি অনুষদ, বেসিক সায়েন্স ও প্যারা ক্লিনিক্যাল সায়েন্স অনুষদ, মেডিসিন অনুষদ, ডেন্টাল অনুষদ এবং শিশু অনুষদের ১১৭৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীবৃন্দ সকলেই এমবিবিএস ডিগ্রী অর্জনকারী সম্মানিত চিকিৎসকবৃন্দ।

ইনডাকশন প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নবাগত রেসিডেন্টদের শপথ বাক্য পাঠ করা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। ইনডাকশন বক্তা ছিলেন সাবেক উপাচার্য ও মাননীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত। সভাপতিত্ব করেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান। নিজ নিজ অনুষদের শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন সার্জারি অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. এএইচএম তোহিদুল আলম, বেসিক সায়েন্স ও প্যারা ক্লিনিক্যাল সায়েন্স অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. শিরিন অনুশদের ডীন বেগম, শিশু অধ্যাপক ডা. শাহীন অনুশদের ডীন মোহাম্মদ আলী অনুষ্ঠান সম্বলনা মুজিব মেডিক্যাল রেজিস্ট্রার অধ্যাপক হান্নান। এছাড়াও পুষ্টি স্ট্যান্ডার্ড রেসিডেন্টগণ বক্তব্য এই ইনডাকশন



মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ নবাগত রেসিডেন্টদের উদ্দেশ্যে বলেন, ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। সফল হওয়ার জন্য গুরুত্বই সঠিক পরিকল্পনা থাকতে হবে। জীবনে সততা, নেতৃত্বতাকে ধারণ করে ডিসিপ্লিন মেনে চলতে হবে, তবেই সফলতা আসবে। তিনি তার বক্তব্যে বর্তমান সরকারের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও উন্নয়নসমূহ তুলে ধরেন। ইনডাকশন বক্তা সাবেক উপাচার্য ও মাননীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত বলেন, সফল না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আসততা, বিলাসিতা ছাড়া হবে। সততা, একাঙ্কতা, নিরহংকার গুণকে অর্জন করতে হবে। লেখাপড়ার মধ্যে থাকতে হবে। গবেষণাকে গুরুত্ব দিতে হবে। রোগীদের প্রতি সবসময়ই সুন্দর ব্যবহার করতে হবে সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন বলেন, ইনডাকশন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীই মেডিকেল সাইন্সটিস্ট। জ্ঞান বৃদ্ধি, দক্ষতা অর্জন ও উৎকর্ষ সাধনে রেসিডেন্সি প্রোগ্রামের বিকল্প নাই। তিনি তার বক্তব্যে চিকিৎসকদের মানবিক চিকিৎসক ও বিশ্বমানের গবেষক হওয়ার আহ্বান জানান। উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমেদ বলেন, মেডিক্যাল শিক্ষার শেষ নাই। মানবিক মূল্যবোধকে ধারণ করে সং ও সুন্দর জীবনযাপনের মাধ্যমে লক্ষ্য পূরণ করতে হবে। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান বলেন, চিকিৎসা শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা ও গবেষণাকে স্মরণ রেখেই এগিয়ে যেতে হবে। জনগণের জন্য কল্যাণকর গবেষণায় মনোযোগী হতে হবে। রোগীদেরকে নিজ পরিবারের সদস্য মতো সেবাদানের সাথে সাথে চৌক্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।

“পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ মৈন্যাটিকে  
বাংলার মাটি হুহুতে বিচ্যুতি না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত  
বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।”  
-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“এইয়ে হবহেলিচি মানুষগুলি যাদের কথা  
কেউ চিন্তা করেনি, আমরা তাদের জন্য কাজ  
করছি।”  
-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

## বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব শ্রবণ দিবস ২০২২ উপলক্ষে র্যালি, সেমিনার অনুষ্ঠিত



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অটোল্যারিগোলজি হেড এড নেক সার্জারি বিভাগ ও বাংলাদেশ সোসাইটি অফ অটোলজি এর যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব শ্রবণ দিবস ২০২২ উপলক্ষে র্যালি, সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার ২ মার্চ ২০২২ইং সকাল ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিডিকেন্ট মেখার সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। ‘শ্রবণ জীবনের তরে, তাই সযত্নে শুনুন!’ এ প্রতিপাদ্য নিয়ে বের হওয়া র্যালিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল হাশনা জোয়ারদার, অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান তরফদার, অধ্যাপক ডা. বেলায়েত হোসেন সিদ্দিকী, অধ্যাপক ডা. নাসিমা আখতার, অধ্যাপক ডা. এ আল্লামা চৌধুরী, অধ্যাপক ডা. মোঃ দেলোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ডা. শেখ হাসানুর রহমান (বাবর) প্রমুখসহ উক্ত বিভাগের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরে উক্ত বিভাগে একটি বৈজ্ঞানিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

## ভূমিকম্প, অগ্নিনির্বাপক ও উদ্ধার বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত

যে দেশের প্রধানমন্ত্রী জেগে থাকেন সেই দেশ পিছিয়ে থাকতে পারে না:  
ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান

বর্তমান সরকার মাটি ও মানুষের সরকার:  
মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ ৬ মার্চ ২০২১ইং তারিখে সি ব্লকের সামনে ভূমিকম্প, অগ্নিনির্বাপক ও উদ্ধার বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন সম্মানিত সচিব মোঃ কামরুল হাসান, এনডিসি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফায়ার সার্ভিস এর ঢাকা বিভাগের প্রধান জনাব দিনমনি শর্মা।

এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান বলেন, যেকোনো দুর্ঘটনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিন্দ্র রজনী কাটান। দুর্ঘটনার সর্বশেষ অবস্থার সার্বজনিক খোঁজ-খবর রাখেন। যে দেশের প্রধানমন্ত্রী জেগে থাকেন সেই দেশ পিছিয়ে থাকতে পারে না। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং আরো এগিয়ে যাবে। মাননীয় ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, দুর্ঘটনা মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ২ হাজার ২ শত ৭০ কোটি অনুমোদন দিয়েছেন। দেশে আজ ৪২ লাখ ভলান্টিয়ার কাজ করছেন। এটা যেকোনো দায়ের জন্য একটি বিরাট পাওয়া। তিনি তাঁর বক্তব্যে ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের মহান হিসেবে উল্লেখ করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার হলো মাটি ও মানুষের সরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গরিব মানুষের প্রতি দরদর বিশেষ বিরল। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গরিব রোগীদের চিকিৎসার জন্য যে অনুদান দিয়েছেন বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। প্রত্যেক দরিদ্র রোগীদের ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। দুর্ঘটনা ও দুর্ঘটনা জীত না হয়ে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে মাননীয় উপাচার্য আরো বলেন, এ ধরনের মহড়া ও সচেতনমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। এাণ ও দুর্ঘটনা মন্ত্রণালয়, ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তর যে কাজ করছে অব্যাহত তা প্রশংসনীয়।

## বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব ডেন্টিস্ট্রি দিবস ২০২২ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার আজ ৬ মার্চ ২০২১ইং তারিখে এ এবং সি ব্লকের মধ্যবর্তীস্থল বটতলা থেকে বিশ্ব ডেন্টিস্ট্রি দিবস ২০২২ উপলক্ষে সেরে হওয়ার বর্ণাঢ্য র্যালির প্রধান অতিথি হিসেবে শুভ উদ্বোধন করেন। মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক কর্মকাণ্ডে গতি ফিরে এসেছে। ডেন্টাল অনুষদে প্রথমবারের মতো চালু হয়েছে ডেন্টিস্ট্রি অনুষদের দস্ত বিভাগ সমূহের উচ্চতর শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণাসহ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট অব ডেন্টাল বেসিক এন্ড প্যারাক্লিনিক্যাল সাইন্সেস'। এর মাধ্যমে দস্ত রোগের চিকিৎসা, উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ফলে দস্ত চিকিৎসকদের দীর্ঘদিনের চাওয়া পূরণ হওয়ার সাথে সাথে দস্তরোগের উচ্চতর শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবার ক্ষেত্রে বিশ্বমানের শিক্ষা ও সেবা প্রদান করার সুযোগ তৈরি হয়। তাই ডেন্টাল অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের মাঝে এবারে ছিল ভিন্ন মাত্রার আনন্দের আমেজ। বর্ণাঢ্য এই র্যালিতে ডেন্টাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়লসহ উক্ত অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ বেতার ভবনে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বঙ্গবন্ধুর মুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভাসহ নানা আয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপিত

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ভাষণের মাধ্যমেই স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জিত হয়েছে:  
মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ



প্রথমবারের মতো রাজধানীর শাহবাগের পুরাতন বাংলাদেশ বেতার ভবনে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ব্লকের ক্যাম্পাসে বঙ্গবন্ধুর মুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বি ব্লকের ডা. মিস্টন হলে আলোচনা সভা, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রচার ও প্রদর্শনসহ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপিত হয়েছে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক এই দিবস উপলক্ষে সকাল ৯টায় বি ব্লকে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর মুরালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ, চিকিৎসকবৃন্দ, ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, কর্মকর্তাবৃন্দ, নার্সবৃন্দ ও কর্মচারীবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এরপর সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে প্রথমবারের মতো শাহবাগের পুরাতন বেতার ভবনে যেখান থেকে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ সমগ্র দেশের মানুষ ওনেতে পেয়েছিলেন সেই ঐতিহাসিক ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের নিমিত্তে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এরপর সকাল ১০টায় শহীদ ডা. মিস্টন হলে ৭ মার্চের 'ভাষণের প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মুখ্য আলোচক ছিলেন ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

মহতী এই আয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছফেফ উদ্দিন আহমেদ, ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, ডিন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, ডিন অধ্যাপক ডা. শাহীন আকতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এ হান্নান, প্রক্টর হাবিবুর রহমান অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচীপালন করে ম এ ড ক টা ল মাননীয় উপাচার্য শারফুদ্দিন আহমেদ ঐতিহাসিক ৭ মার্চ বাঙালি জাতি উদ্ধুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধে যার ফল শ্রুতিতে অর্জিত হয়েছে। বলেন, বাংলাদেশ সম্প্রচার ভবন ১৯৬০ সালে স্থাপিত হয়। এটি দেশের প্রথম এবং প্রাচীনতম পূর্ণাঙ্গ ব্রডকাস্টিং হাউজ। এই সম্প্রচার ভবন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম ধারণক ও বাহকরূপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ভবনের নীচ তলায় অঞ্চলিক প্রকৌশলীর দপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্রের অবস্থান। এই কেন্দ্রটি পুরাতন প্রচার ভবন নামে পরিচিত। ১৯৭১ এর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণ সরাসরি সম্প্রচারে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে এই কেন্দ্রের সকল সম্প্রচার কার্যক্রম বেতার কর্মীরা বন্ধ করে দেন এবং তাঁদের আত্মরিক প্রচেষ্টায় পরের দিন ৮ মার্চ সকালে এখান থেকে ঐতিহাসিক ভাষণটি প্রচারিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই কেন্দ্রের ১ নং স্টুডিও থেকে জাতির উদ্দেশ্যে প্রথম সরাসরি ভাষণ প্রদান করেন। এই পুরাতন বেতার ভবন বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাসেবার পরিধি বিস্তৃত করতে এই ভবনটি অত্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছেন। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন পুরাতন বেতার ভবনের যে কক্ষ হতে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ প্রচারিত হয়েছে তা সংরক্ষণ করে জাদুঘর করার উদ্যোগ নিয়েছে। মাননীয় উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত শক্তিশালী করে বঙ্গবন্ধুর স্মরণে সোনার বাংলা নির্মাণ করতে সবাইকে একবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। মাননীয় উপাচার্য আরো বলেন, ঐতিহাসিক ৬ দফার মধ্যেই স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ সুচতুরতার সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আজো যারা ৭ মার্চকে স্বীকার করে না বা ৭ মার্চ যে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন তা বুঝতে ও মানতে চায় না তাদেরকে একবদ্ধভাবে মোকাবিলা করতে হবে। মুখ্য আলোচক ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান ১৯৭১ সালের স্মৃতিচারণ করে বলেন, একটি ভাষণ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে, সেটা হলো বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ।







## বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতার ভবনে ফরেনসিক মেডিসিন ও টক্সিকোলজি বিভাগ চালু হওয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নবদিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হলো প্যাথলজিক্যাল ময়নাতদন্তসহ সব ধরনের ময়নাতদন্ত হবে এমডি, ফরেনসিক মেডিসিন প্রথমবারের রেসিডেন্টদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদের পৃষ্ঠপোষকতায় অত্র বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পুরাতন বেতার ভবনে ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ চালু হওয়ার মধ্য দিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নবদিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হলো। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শিক্ষার জন্য ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন থেকে এখানে প্যাথলজিক্যাল ময়নাতদন্তসহ সব ধরনের ময়নাতদন্ত হবে। আজ ৮ মার্চ ২০২২ইং তারিখে পুরাতন বেতার ভবনের দ্বিতীয় তলায় উক্ত বিভাগ এবং এমডি, ফরেনসিক মেডিসিন প্রথমবারের রেসিডেন্টদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ চালু একটি স্বপ্ন বাস্তবায়িত মুজিব মেডিক্যাল থেকে ময়নাতদন্ত হবে। বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা এই বিভাগটি গুরুত্বপূর্ণ মাননীয় উপাচার্য তার মেডিসিন বিষয়ের দেশব্যাপী এই বিষয়ে যা যা করণীয় সেক্ষেত্রে করা হবে বলে উল্লেখ আয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমেদ, ডিন অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এ বিএম আব্দুল হাল্লান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান ও প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহ আলম, ইউজিসির সম্মানিত অধ্যাপক ডা. সজল কৃষ্ণ ব্যানার্জী, জেষ্ঠা শিক্ষক অধ্যাপক ডা. এম মুজাহেরুল হক, অধ্যাপক ডা. শামসুল ইসলাম, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।



শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমেদ, ক্রোম্যাথিক অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন। বক্তব্য রাখেন সম্মানিত ডিন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার, অধ্যাপক ডা. শাহিন আকতার। সভায় সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এনটিমি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. লায়লা আনজুমান বানু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, পুরুষের চাইতে নারীরা তিন গুণ বেশি কাজ করেন। তারা ঘরে বাইরে সমান দক্ষ। বঙ্গবন্ধু সাক্ষরতা নেপথ্যের রয়েছে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব এর অবদান। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের বাস্তবায়নে রয়েছে বঙ্গমাতার অবদান। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদক্ষেপের কারণে সক্ষম ক্ষেত্রেই নারীরা অনেক এগিয়ে গেছে। কর্মক্ষেত্রেও নারীরা ভাল করছে। নারীদের উন্নয়নে বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহৎ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। গবেষণার ক্ষেত্রেও নারীরা ভালো করছেন। আগামীতে যেসকল নারী চিকিৎসক গবেষণায় আরো ভালো করবেন তাদেরকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হবে।

উক্ত আলোচনা সভায় 'স্বাস্থ্য গবেষণা ও নারী গবেষণা- বাংলাদেশ প্রেক্ষিত: সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক মূল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরম্যাটিক্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারিহা হাসিন। ডা. ফারিহা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন- জাতির জনক, স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ বিশ্বের সকলের সাথে এগিয়ে যাচ্ছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অর্ডার ৫-এ জেতার ও নারীর অংশগ্রহণ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন ও নারীর অংশগ্রহণ বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য যথার্থ হয়েছে বলে মনে করেন ডা. ফারিহা হাসিন। সভায় উপস্থিত প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদের টেকসই উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন এবং নারী অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার পরামর্শ প্রদান করেন। নারী যদি স্বাস্থ্য গবেষণার মূল হয়ে উঠতে পারে তবে স্বাস্থ্য সেবায় পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হবে। এর জন্য দরকার সঠিক পরিকল্পনা ও চ্যালেঞ্জগুলো খুঁজে বের করে গবেষণায় জনবল হিসেবে নারীকে এগিয়ে নেয়া।

## বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রখ্যাত চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর লেখা বই "চেতনায় বঙ্গবন্ধু মননে জননেত্রী" এর মোড়ক উন্মোচন



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য, প্রখ্যাত চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর লেখা বই আজ বুধবার ৯ মার্চ ২০২২ইং তারিখে বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে অমর একুশে গ্রন্থালয়ে ২০২২ এর সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (বইমেলায়) মোড়ক উন্মোচন মঞ্চে "চেতনায় বঙ্গবন্ধু মননে জননেত্রী" এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। বইটি অমর একুশে গ্রন্থালয়ে ২০২২ এর নবম প্রকাশনার স্টল নং-৯৯ এ পাওয়া যাবে। বইটি প্রথম দিনেই পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে মাননীয় সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোঃ এনামুল হক, এমপি, ডিএমপিও গোয়েন্দা (রমনা) বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) এইচ এম আযীমুল হক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ডা. এএইচএম জহিরুল হক সাজু, শিক্ষক অধ্যাপক সৈয়দ মোজাফফর আহমেদ, লেখক ও শিক্ষক সহকারী অধ্যাপক ডা. শেখ সাইফুল ইসলাম শাহীন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

"চেতনায় বঙ্গবন্ধু মননে জননেত্রী" বই এর লেখক মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর কারণে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আর বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। সেই অনুভূতি থেকেই আমার এই প্রয়াস। স্বাস্থ্যসংক্রান্ত দেশের সামগ্রিক বিষয়কে যেভাবে বঙ্গবন্ধু এগিয়ে নিয়ে গেছেন, বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নের পথেই এগিয়ে চলছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা। অন্য বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য, প্রখ্যাত চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৮ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কাজ করেন। তার এত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি লিখে যাচ্ছেন এটা একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি যেমন গুণী চিকিৎসক, তেমনই সুলেখক এবং দক্ষ প্রশাসক। চিকিৎসক সমাজের জাতীয় নেতা ও গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক। ত্রৈচন্দ্রময় জীবনের অধিকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ লিখিত বই "চেতনায় বঙ্গবন্ধু মননে জননেত্রী" অবিস্মৃত প্রজন্মের জন্য একটি বড় পাওয়া। যা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের কাভারি জননেত্রী শেখ হাসিনাকে জানতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

## বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে র্যালি আলোচনা সভাসহ নানা আয়োজনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২ উদযাপিত



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যালি, আলোচনা সভাসহ নানা আয়োজনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২ উদযাপিত এবারের প্রতিপাদ্য হলো- "টেকসই আগামী জন্ম জেতার সমতাই আজ অগ্রগণ্য"। গুরুত্বপূর্ণ এই দিবস উপলক্ষে আজ ৮ মার্চ ২০২২ইং তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-ব্লকের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়। র্যালিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরের শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অংশ নেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ উক্ত র্যালির কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। র্যালি শেষে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের নিমিত্তে একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমেদ, ক্রোম্যাথিক অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন। বক্তব্য রাখেন সম্মানিত ডিন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার, অধ্যাপক ডা. শাহিন আকতার। সভায় সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এনটিমি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. লায়লা আনজুমান বানু।

## বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ই-ব্লকে পেডিয়াট্রিক হেমাটোলজি এন্ড থ্যালাসেমিয়া ডে-কোয়ার সেন্টার ও শিশু পালমোলজি ওয়ার্ড এবং মুভমেন্ট ফর থ্যালাসেমিয়া ইরাডিকেশন ইন বাংলাদেশ এর শুভ উদ্বোধন

বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করা ও চক্ষু পরীক্ষা করা অবশ্যই উচিত: উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ই-ব্লকে আজ বুধবার ৯ মার্চ ২০২২ইং তারিখে পেডিয়াট্রিক হেমাটোলজি এন্ড থ্যালাসেমিয়া ডে-কোয়ার সেন্টার ও শিশু পালমোলজি ওয়ার্ড এবং মুভমেন্ট ফর থ্যালাসেমিয়া ইরাডিকেশন ইন বাংলাদেশ এর শুভ উদ্বোধন করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। থ্যালাসেমিয়াকে অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করা উচিত। বিয়ের পাত্র পাঠী যদি উভয়ই থ্যালাসেমিয়ার বাহক হয় তাহলে সন্তানও থ্যালাসেমিয়ার আক্রান্ত হবে। তাই এ বিষয়ে সচেতন হওয়ার দরকার। বিয়ের আগে চক্ষু পরীক্ষা করে নিলেও ভালো হয়। কারন পাত্র পাঠীর উভয়ের চোখের পাওয়ার মাইনাস হলে সন্তানও এই সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারে। মাননীয় উপাচার্য আরো বলেন, কোন রোগে কত মানুষ আক্রান্ত তার সঠিক ডাটা সংগ্রহ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম স্টোর বাড়াতে হবে। যারা ভালো গবেষণা করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাদের পুরস্কৃত করা হবে। মহতী এই আয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, শিশু হেমাটোলজি এন্ড অকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এটিএম আতিকুর রহমান, উক্ত বিভাগের অধ্যাপক ডা. চৌধুরী ইয়াকুব জামাল, অধ্যাপক ডা. মোঃ আনোয়ারুল করিম, অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ, সহকারী প্রক্টর মোঃ ফারুক হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।









## বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে খাদ্যে ক্ষতিকারক উপাদানের উপস্থিতি (ফুড হাজার্ড) নিয়ে ৩টি গবেষণার ফলাফল প্রকাশ

বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে: অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী  
মানুষকে সচেতন ও সতর্ক করাই গবেষণার মূল লক্ষ্য: উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ  
টাকা খরচ করে সন্তানের জন্য খাবারের নামে কী কিনে নিচ্ছে তা নিয়ে ভাববার সময় এসেছে: এক আলোচকের অনুভূতি



প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, আমরা কারো বিরুদ্ধে নই, আমাদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সচেতন ও সতর্ক করা। স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের সাথে সাথে নিয়মিত ব্যায়াম ও ডিসিপ্লিন এর অভাব গড়ে তুলতে হবে। অন্য বজারা বলেন, আমরা আমাদের প্রিয় সন্তানদের জন্য কষ্টের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ খরচ করে প্রতিদিন খাবারের নামে বিষয় কিনে নিচ্ছে না তো। খাবারের নামে আমরা কী খাচ্ছি তা নিয়ে ভাববার সময় এসেছে। খাদ্য সামগ্রী উৎপাদক ও ব্যবসায়ীবৃন্দের জাতির প্রতি কর্মটমেন্ট থাকতে হবে। প্রভারণা, ছাল চাতুরী বন্ধ করতে হবে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সম্মিলিত পর্যায়ে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ঢাকার বাজারে বিক্রি হওয়া ঠাণ্ডা-পানীয় স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক উপাদান এই গবেষণাটি করেন ডা. এএইচএম গোলাম কিবরিয়া। বাংলাদেশে মোট মৃত্যুর ৬৭ শতাংশের এর জন্য অসংক্রামক রোগ দায়ী। চিনি, ক্যাফেইন, ভারী ধাতু ইত্যাদিযুক্ত কোমল পানীয় অসংক্রামক রোগের পাশাপাশি শিশুদের স্থূলতার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে ভূমিকা পালন করে। ঢাকা শহরের বাজারে পাওয়া সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া পেট-বোতলজাত ব্র্যান্ডের দশটি কোমল পানীয় এবং পাঁচটি এনার্জি ড্রিংকের নমুনা জমা করা হয়েছিল। প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পানীয়ের পিএইচ মাত্রা ৩ এর নিচে ছিল। অ্যানিউক মাত্রা ৩ এর নিচে ছিল। অ্যানিউক মাত্রা ৩ এর নিচে থাকায় তা দৌতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক হতে পারে। একটি পরিবেশনে (২৫০ মিলি) মোট চিনির পরিমাণ কোমল পানীয়ের জন্য ২০.৮ ২৮.৮ গ্রাম এবং এনার্জি ড্রিংকের জন্য ২২.৬-৩৭.০ গ্রাম পাওয়া গেছে। (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী একজন প্রাপ্তবয়স্কের জন্য একদিনে সর্বোচ্চ চিনি গ্রহণ মাত্রা ২৫ গ্রাম। অধিকাংশ পানীয়ের বেলায়ই একটি পরিবেশনে সর্বোচ্চ মাত্রা পূরণ করে ফেলতে পারে। কোমল পানীয়ের তুলনায় এনার্জি ড্রিংকে ফ্রাইনের মাত্রা বেশি ছিল। ক্যাফেইনের জন্য বিএসটিআই অনুমোদিত সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মাত্রা ১৪৫ পিপিএম হলেও একটি এনার্জি ড্রিংকে এর মাত্রা পাওয়া গেছে ৩২১.৭ পিপিএম। এক পরিবেশনে (২৫০ মিলি) কোমল পানীয় এবং এনার্জি ড্রিংকে সীসার মাত্রা ছিল যথাক্রমে ০.০৫৩ মি.গ্রাম এবং ০.০৪৮ মি.গ্রাম। ঢাকার বাজারে পাওয়া যায় এমন ফ্রেশ ফ্রাই এবং ফ্রায়েড চিকেনে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক উপাদান এই গবেষণাটি করেন ডা. সাজিয়া ইসলাম। বিশ্ব জুড়ে জনপ্রিয় ফাস্টফুড তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে ফ্রেশ ফ্রাই এবং ফ্রায়েড চিকেন, যা নিম্ন খাদ্যমান ও স্থূলতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রায়ই এইসব খাবারে উচ্চমাত্রার সোডিয়াম, ট্রান্স ফ্যাট, ভারী ধাতু (হেবি মেটাল) থাকার কথা শোনা যায় যেগুলো উচ্চচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, বিষণ্ণতা, স্টোক, ক্যান্সারের কারণ হতে পারে। বাংলাদেশের মানুষ, বিশেষ করে শিশু কিশোরদের পছন্দের খাদ্যতালিকায় ফাস্ট ফুড বড় আসন দখল করে আছে যে কারণে তাদের মধ্যে স্থূলতার পরিমাণ বাড়ার পাশাপাশি পরবর্তীতে অসংক্রামক রোগ হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে। ৫টি সর্বোচ্চ বিক্রিত (দৈনিক বিক্রির পরিমাণ অনুযায়ী) ফ্রেশ ফ্রাই এবং ফ্রায়েড চিকেনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। ফ্রেশ ফ্রাই এর একটি পরিবেশনে (১০০ গ্রাম) গড়ে পাওয়া গেছে। সোডিয়াম-০.৪৫ গ্রাম (এক পরিবেশনে ফ্রেশ ফ্রাই খেলে দৈনিক অনুমোদিত মাত্রার (২ গ্রাম) চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ খাওয়া হয়ে যাবে)। আর্সেনিক-০.০৫৩ মি. গ্রাম এবং সীসা ০.০০৬ মি. গ্রাম (এক পরিবেশনে ফ্রায়েড চিকেন খেলে দৈনিক অনুমোদিত মাত্রার ৩% গ্রহণ করা হয়ে যাবে, যেখানে দৈনিক অনুমোদিত মাত্রা আর্সেনিকের জন্য ০.২২ মি. গ্রাম এবং সীসার জন্য ০.২৫ মি.গ্রাম)। ট্রান্স ফ্যাট এসিড-০.১৩ গ্রাম। বাংলাদেশে সর্বাধিক প্রচলিত প্রক্রিয়াকৃত প্যাকেটজাত খাবারে লবণ, চিনি এবং চর্বি এর পরিমাণ মূল্যায়ন করা এবং খাদ্যের লেবেলে প্রদত্ত তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যতা যাচাই করা। এই গবেষণাটি করেন প্রফেসর ড. সোহেল রেজা চৌধুরী। সাম্প্রতিক সময়ে রেডি টু-ইট প্রক্রিয়াকৃত প্যাকেটজাত খাবার বিশ্বব্যাপী অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। উচ্চ পরিমাণে লবণ, চিনি, Saturated fatty Acid (SRA), Trans Fatty Acid (TRA) এবং ক্যালরি থাকার কারণে এই খাবার গুলো স্থূলতা এবং খাদ্য-সম্পর্কিত অসংক্রামক রোগের প্রধান অবদানকারী হিসেবে পরিচিত। অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও প্রক্রিয়াজাত খাবারের উৎপাদন বার্ষিক গড়ে ৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্রুত নগরায়ণ, ক্রমবর্ধমান আয় এবং খাদ্য শিল্পের সম্প্রসারণকে প্রক্রিয়াকৃত খাবারের চাহিদা বৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। খাদ্য নির্বাচনের সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এবং ক্যালরি সমৃদ্ধ ও পুষ্টিহীন খাবারের ব্যবহার এড়াণোর ক্ষেত্রে ভোক্তাদের সহায়তা করার জন্য যথাযথ পুষ্টি লেবেলিং একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচলিত প্রক্রিয়াকৃত প্যাকেটজাত খাবারে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, চর্বি, ক্যালরি, ডায়েটারি ফাইবার, সোডিয়াম, চিনি, এসএফএ এবং টিএফএ এর পরিমাণ মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের আটটি প্রশাসনিক বিভাগে পরিচালিত পরিবারিক জরিপ এবং বাজার সমীক্ষা এর মাধ্যমে মোট ৯টি সর্বাধিক প্রচলিত প্রক্রিয়াকৃত প্যাকেটজাত খাবার চিহ্নিত করা হয়েছিল। কোন ব্র্যান্ডের পণ্যই টিএলএল সিস্টেম অনুযায়ী ক্ষতিকারক উপাদানগুলোতে সবুজ (কম পরিমাণে) এবং এইচএসআর স্কিম অনুযায়ী ৪ বা তার বেশি স্টার রাখানি। একমাত্র মটর ভাজা এইচএসআর সিস্টেমে সর্বোচ্চ ২.৫ রেটিং পেয়েছিল। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ক্যালরি, লবণ, চিনি, এসএফএ এবং টিএফএ এর সঠিক প্রতিবেদন কোনো পণ্যতেই পাওয়া যায়নি। ১০০ গ্রাম লেজেন্স/লিপপ, ভাজা ডাল/মটর এবং দুধের চকোলেট যথাক্রমে ৬.৬৩ এর দৈনিক গ্রহণযোগ্য চিনি, লবণ এবং এর ঝুঁকি মাত্রা অতিক্রম করেছিল। ৭০.৮ শতাংশ নমুনা কার্বোহাইড্রেট পরিমাণ অতিরিক্ত এবং ৬৬.৭ শতাংশ নমুনা লবণের পরিমাণ কম রিপোর্ট করা হয়েছিল। ৪৫.৮ শতাংশ নমুনা এসএফএ, ৩৭.৫ শতাংশ নমুনা টিএফএ ও ফাইবার এবং ২০.৮ শতাংশ নমুনা লবণ ও চিনির রিপোর্ট অনুপস্থিত ছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ সোমবার ১৪ মার্চ ২০২২ইং তারিখে শহীদ ডা. মিস্টন হলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খাদ্যে ক্ষতিকারক উপাদানের উপস্থিতি (ফুড হাজার্ড) নিয়ে ৩টি গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সাবেক উপদেষ্টা ও বিএমআরসি এর বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন। জনস্বাস্থ্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক খন্দকার আব্দুল আউয়াল রিজভী প্রমুখসহ অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ডিনবন্দ, জাতীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, স্নাত্তি নির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ, জনস্বাস্থ্যবিদ, সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফর্মেশন সিস্টেম বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক গবেষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ খালেকুজ্জামান।

বিএমআরসি এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর নেতৃত্বে গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জানানোর জন্য অবশ্যই রেকর্ড রাখতে হবে। তিনি আরো বলেন, লবণ ও চিনি যতটা সম্ভব কম খাওয়া ভালো বা পরিমিত পরিমাণে খেতে হবে। মানুষের মধ্যে ধুল ধারণা আছে যে, শুধু কাঁচা লবণ না খেলেই চলে, আসলে তা নয়, রান্নাতেও লবণের ব্যবহার পরিমিত হতে হবে। প্রকৃত বাস্তবতা হলো বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের মাধ্যমে মানুষ প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত লবণ খাচ্ছে।

## বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর জীবনী সংক্রান্ত ১০০ আলোকচিত্র প্রদর্শন ও শিশুদের ফটোগ্যালারীর উদ্বোধন এবং সকাল ১০টায় এ-ব্লকের অডিটোরিয়ামে শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উপলক্ষে আজ ১৬ মার্চ ২০২২ইং তারিখ সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বটতলায় বঙ্গবন্ধুর জীবনী সংক্রান্ত ১০০ আলোকচিত্র প্রদর্শন ও শিশুদের ফটোগ্যালারীর উদ্বোধন করা হয় এবং সকাল ১০টায় শহীদ ডা. মিস্টন হলে শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মাননীয় সচিব মোঃ সাইফুল হাসান বাদল। সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হাল্লান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল প্রমুখসহ সম্মানিত ডিনবন্দ, চিকিৎসকবৃন্দ, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শিশু মেডিক্যাল এন্ড নিউট্রিশন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ রোকুমুজ্জামান, নিউট্রোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সঞ্জয় কুমার দে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মাননীয় সচিব মোঃ সাইফুল হাসান বাদল বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে দেশকে ও দেশের মাটিকে মাগের মতো ভালোবাসতে হবে। সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় দেশে উচ্চতর মেডিক্যাল শিক্ষার প্রসারসহ চিকিৎসা সেবা ও গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যেকোনো ধরনের সহায়তার প্রয়োজন হলে তা নিশ্চিত করা হবে।

সভাপতির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ হতো না এবং বর্তমানে কেহই আজকের অবস্থানে থাকতাম না। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে বিশ্বে আজ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। শিশু বান্ধব বঙ্গবন্ধু শিশুদেরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন ও ভালোবাসতেন। শিশুরা সং ও সুন্দর। আমাদেরকেও বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে সততার সাথে সং ও সুন্দর জীবনযাপনের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে একাবদ্ধ হয়ে কাজ করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে এবং বাস্তবায়ন করতে হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের উন্নত সোনার বাংলাদেশ।





আজ সোমবার ১৪ মার্চ ২০২২ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার অটোলোগাস হেমোপয়েটিক স্টেম সেল ট্রান্সপ্লানটেশন ফর লিভার সিরোসিস এর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। এতে আরো বক্তব্য রাখেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, হেপাটোলজি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলজি ডিভিশন এর প্রধান অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব স্বপীল প্রমুখ। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: সোহেল গাজী ও মোঃ আরিফ খান। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।



আজ সোমবার ১৪ মার্চ ২০২২ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার 'বৈন ডেথ এন্ড ক্যান্সারের কিডনী ট্রান্সপ্লান্ট' বিষয়ে আয়োজিত ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: সোহেল গাজী ও মোঃ আরিফ খান। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই ২০২২ সেশনের ভর্তি পরীক্ষা সূষ্ঠ ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত ফলাফল প্রকাশ, পরীক্ষার্থী ৭২১৯ জন**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর মুরাল ও প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাসেবা, ফ্রি সার্জারি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেবা প্রদান, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, খেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচীসহ নানা আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উদযাপিত প্রায় ৪ হাজার রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বি ব্লকে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর মুরালে ও সি ব্লকে স্থাপিত এবং ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্বিভাগে মেডিসিন, সার্জারি, ডেন্টাল, শিশু অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের উদ্যোগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অংশগ্রহণে রোগীদের চিকিৎসাসেবা বিনামূল্যে প্রদান, ফ্রি সার্জারি, বেসিক সার্য়েন্স ও প্যারিট্রিকিয়াল সার্য়েন্স অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের উদ্যোগে রোগীদের রোগ নির্ণয়ের লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেবা বিনামূল্যে প্রদান, বটতলায় শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের উদ্যোগে খেচ্ছায় রক্তদান ও বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, বৃক্ষপোষণ, কেঁককাটা, অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ভর্তিকৃত রোগীদের জন্য উন্নতমানের খাবার পরিবেশন, অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে মিলাদ ও দোয়ামাহফিলসহ নানা আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উদযাপিত হয়েছে। এসকল কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। মহতী এই আয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুল্লাহ প্রমুখসহ সম্মানিত ডিনবন্দ, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবন্দ, অফিস প্রধানগণ, চিকিৎসকবন্দ, শিক্ষার্থীবৃন্দ, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ হতো না। আবার বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রত্নীয় ক্ষমতায় না থাকলে এই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতো না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আছেন বলেই বাংলাদেশ আজ বিশেষ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকলে এই বাংলাদেশ উন্নত বাংলাদেশে পরিণত হবে। তাই বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবসে আমাদের শপথ হলো নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে ঐকবদ্ধভাবে কাজ করে যাবো।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ব্লকে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর মুরালে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ), ইপনা, গ্রাউন্ডে নার্সিং বিভাগ, নার্সেস এ্যাসোসিয়েশন, চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমেও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়।

উক্ত কর্মসূচী পালন ছাড়াও অত্র বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের ইনডোর, জরুরি বিভাগ, ফিভার ক্লিনিক, পিসিআর ল্যাব, বঙ্গমাতা কেভিড ফিল্ড হাসপাতাল, কেভিড-১৯ ভ্যারিয়েশন কার্যক্রম চালু রয়েছে। এদিকে প্রায় ৪ হাজার রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে মেডিসিন ও শিশু অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে ২৩৮৭ জন, সার্জারি অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে ১৪৪৪ জন, ডেন্টাল অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে ১০৯ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে। এদিকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উপলক্ষে ২ দিনব্যাপী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে প্রথম দিন গতকাল ১৬ মার্চ ২০২২ইং তারিখে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের বটতলায় বঙ্গবন্ধুর জীবনী সংক্রান্ত ১০০ আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও শিশুদের ফটোগ্যালারীর উদ্বোধন করা হয় এবং শহীদ ডা. মিন্টন হলে শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মাননীয় সচিব মোঃ সাইফুল হাসান বাবুল। সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই ২০২২ইং শিক্ষাবর্ষের স্নাতকোত্তর কোর্সসমূহের ভর্তি পরীক্ষা অত্যন্ত সূষ্ঠ ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কোনোরকম অভিযোগ ছাড়াই এই ভর্তি পরীক্ষা আজ শুক্রবার ১৮ মার্চ ২০২২ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল ও আজ শুক্রবারই সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে নিরপেক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে <https://bsmmu.edu.bd/notice/690/result-of-admission-test-july-2022-for-m-phl-m-med-diploma-and-mpg-course> ও নোটিশবোর্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এবং সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন এর নির্দেশনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ ইফতেখার আলম ও অতিরিক্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ আব্দুল হাকিম সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে এই পরীক্ষা কার্যক্রমের সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছেন।

স্নাতকোত্তর কোর্সসমূহের মধ্যে এমফিল, এমএমইডি ও ডিপ্লোমা ভর্তি পরীক্ষা আজ শুক্রবার সকাল ৯টা হতে ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এমফিল পিএসএম ও এমপিএইচ ভর্তি পরীক্ষা শাহবাগের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আজ বিকাল ৩টা হতে বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবছর মোট পরক্ষার্থীর সংখ্যা হলো ৭ হাজার ২ শত ১৯ জন। এর মধ্যে মেডিসিন অনুষদে ১৫৬২ জন, সার্জারি অনুষদে ৩৫৪৩ জন, বেসিক সাইন্স ও প্যারিট্রিকিয়াল সাইন্স অনুষদে ৫৬৬ জন, ডেন্টাল অনুষদে ১৭৩ জন, প্রিন্সিপালিটি এন্ড সোস্যাল মেডিসিন অনুষদে ৬০৮ জন এবং শিশু অনুষদে ৭৬৭ জনসহ মোট-৭২১৯ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে।

এদিকে আজ শুক্রবার সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মহোদয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের বিভিন্ন পরীক্ষার হল পরিদর্শন করেন এবং সূষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পরীক্ষা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়া মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মহোদয় বিকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত এমফিল পিএসএম ও এমপিএইচ ভর্তি পরীক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

সকালে ও বিকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যারের বিভিন্দ পরীক্ষার হল পরিদর্শনকালে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ডেন্টাল অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আদগার মোড়ল, মেডিসিন অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, সার্জারি অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, শিশু অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. শাহীন আকতার, বেসিক সাইন্স অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার, নার্সিং অনুষদ ও মেডিক্যাল টেকনোলজি অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুল্লাহ, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান, গ্রন্থাগারিক অধ্যাপক ডা. মোঃ হারিসুল হক, হল প্রজেক্ট অধ্যাপক ডা. এস এম মোস্তফা জামান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ ইফতেখার আলম, মিডিয়া সেলের প্রধান সমন্বয়ক সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার-ই-মাহাবুব, অতিরিক্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ আব্দুল হাকিম, অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার-২ মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন সিদ্দিক, উপ-রেজিস্ট্রার-১ ডা. হেলাল উদ্দিন, মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের একান্ত সচিব ১ সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ রাশেল, মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের একান্ত সচিব ২ সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দেবাশীষ বৈরাগী, মিডিয়া সেল সমন্বয়ক সুব্রত বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।





বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ সয়ার। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবিঃ মোঃ আরিফ খান। কা্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।



আজ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ই ব্লকের ট্রেনিং রুমে রিফ্রেশার্স কোর্স বন্ধ কার্ডিওলজিস্ট প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ সয়ার। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবিঃ মোঃ আরিফ খান। কা্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

## নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপিত



নানা আয়োজন ও বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপিত হয়েছে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল ভোরের জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সকালে বি ব্লকে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে, সি ব্লকের সামনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে, সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে ও ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে মোনাজাত, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আলোকসজ্জাকরণ, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীদের জন্য উন্নতমানের খাবার পরিবেশন, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ইত্যাদি।

এসকল কর্মসূচী পালনকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ তার বক্তব্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কারণে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগসহ বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন ও অগ্রগতি তুলে ধরে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে সবাইকে একত্রিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক এই দিবস উপলক্ষে আজ শনিবার ২৬ মার্চ ২০২২ইং তারিখ, সকাল ৬টা ২৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে বি ব্লকের নীচে স্থাপিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে ও সি ব্লকের সামনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর নেতৃত্বে সম্মানিত উপ-উপাচার্যবৃন্দ, কোষাধ্যক্ষ, ডীনবৃন্দ, রেজিস্ট্রার, প্রক্টর, পরিচালকবৃন্দ, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ, অফিস প্রধানগণ, শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ও কর্মচারীবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে এবং ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডস্থ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। বাদজোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা মোনাজাত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয় ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীদের জন্য উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লক অভিটোরিয়ামে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

## বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব টিউবারক্লোসিস দিবস উপলক্ষে র্যালি বৃক্ষরোপণ, আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব টিউবারক্লোসিস (টিবি) দিবস ২০২২ উপলক্ষে র্যালি, বেদুন উড়ানো, বৃক্ষরোপণ, আলোচনা সভা (গোলটেবিল বৈঠক) অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সি ব্লকের সামনে থেকে 'যক্ষ্মা নির্মূলে বিনিয়োগ, বাচাবে বহু লোক' এই স্লোগান নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয় এবং এরপর পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাংশাপুরে ডি ব্লকের সংলগ্নে হাসানা বেড়া, কাঁঠালী চাঁপসহ বিভিন্ন চাড়া রোপণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন করা হয়। সবশেষে দুপুর ১২.৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিন্টন হলে 'ইন্ডেস্ট্রি টু ইন্ড টিবি সেইড লাইভস' শীর্ষক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও বঙ্গবন্ধু বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও ইউজিসির সম্মানিত অধ্যাপক ও অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেডেটাস অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল্লাহ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, বিসিএসআইআর এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আফতাব আলী শেখ, ফার্মাসিউট ও রাজনৈতিক বিদ্যেয়ক সত্য সিংহ রায়। আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন আব্দুল কাদের ডা. মাসুদা বেগম, ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনির, ডিন অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল হান্নানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সম্বলান করে সহযোগী অধ্যাপক ডা. শামীম আহমেদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় র্যালি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং প্রোগ্রাম, ফ্রীনিং প্রোগ্রামসহ নানা আয়োজনের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধসহ স্বাস্থ্য বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে বিরাট অবদান রাখছে। যক্ষ্মা নির্মূলে জন্ম এই রোগ নির্ণয়ে ক্রিমে প্রোগ্রামের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। মানুষের শরীরে লুপেট টিবি বা সুস্থ যক্ষ্মা আছে কিনা তা চিহ্নিত করতে হবে। মাননীয় উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের শাননামে চিকিৎসা সেবা, শিক্ষাসহ বাস্তবায়িত যে বিশাল উন্নয়ন ও সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা তুলে ধরেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় র্যালি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং প্রোগ্রাম, ফ্রীনিং প্রোগ্রামসহ নানা আয়োজনের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধসহ স্বাস্থ্য বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে বিরাট অবদান রাখছে। যক্ষ্মা নির্মূলে জন্ম এই রোগ নির্ণয়ে ক্রিমে প্রোগ্রামের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। মানুষের শরীরে লুপেট টিবি বা সুস্থ যক্ষ্মা আছে কিনা তা চিহ্নিত করতে হবে। মাননীয় উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের শাননামে চিকিৎসা সেবা, শিক্ষাসহ বাস্তবায়িত যে বিশাল উন্নয়ন ও সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা তুলে ধরেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় র্যালি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং প্রোগ্রাম, ফ্রীনিং প্রোগ্রামসহ নানা আয়োজনের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধসহ স্বাস্থ্য বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে বিরাট অবদান রাখছে। যক্ষ্মা নির্মূলে জন্ম এই রোগ নির্ণয়ে ক্রিমে প্রোগ্রামের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। মানুষের শরীরে লুপেট টিবি বা সুস্থ যক্ষ্মা আছে কিনা তা চিহ্নিত করতে হবে। মাননীয় উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের শাননামে চিকিৎসা সেবা, শিক্ষাসহ বাস্তবায়িত যে বিশাল উন্নয়ন ও সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা তুলে ধরেন।

## শিশু হৃদরোগ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ফাউন্ডেশন ২০ কোটিতে উন্নীত করা হবে, নিশ্চিত করা হবে সব ধরণের রোগের ও রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা: মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন গবেষণাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। গবেষণার জন্য বরাদ্দকৃত বর্তমান ফাউন্ডেশন ১২ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হবে। সাথে সাথে জাতির পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরণের রোগের উন্নত চিকিৎসা সেবা এবং রোগ নির্ণয়ের সর্বজনীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিশ্চিত করা হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে

সব ধরণের সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। আজ মঙ্গলবার ২২ মার্চ ২০২২ইং তারিখে পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি বিভাগের উদ্যোগে শিশু হৃদরোগীদের বিনা আবেশনের ও অপারেশনের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা কার্যক্রম এর অংশ হিসেবে আয়োজিত 'ম্যানেজমেন্ট অফ ডাভেল আউটলেট রাইট ভেন্ট্রিকুল' বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এতে সম্মানিত অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মুখ্য-সচিব মোঃ শহিদুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) ও পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান। সেমিনারে স্পিকার হিসেবে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সহযোগী অধ্যাপক ডা. তাহমিনা করিম এবং সহকারী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতা উল্লাহ।



আজ মঙ্গলবার ২২ মার্চ ২০২২ইং তারিখে শহীদ ডা. মিন্টন হলে আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ 'মুজিব শতবর্ষ' উপলক্ষে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ সয়ার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ সয়ার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবিঃ মোঃ সোহেল গাজী ও মোঃ আরিফ খান। কা্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।



